মুখতাসারুল ফাওয়ায়েদ (ইবনুল কাইয়্যেম রহ.-এর আল-ফাওয়ায়েদ অবলম্বনে)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা: নফস সর্বোত্তম যা কিছু অর্জন করে

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদা: নফস সর্বোত্তম যা কিছু অর্জন করে

নফস যা কিছু অর্জন করে, অন্তর যা কিছু লাভ করে এবং বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে যা কিছু পায় তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো ইলম এবং ঈমান। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইলম ও ঈমানকে একত্রিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ وَٱلۡإِيمَٰنَ لَقَدۡ لَبِثۡتُمۡ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡبَعۡثِ٥٦﴾ [الروم: ٥٦]

"আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহর বিধান মত পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ।" [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৫৬] আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖ١١﴾ [المجادلة: ١١]

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।" [সূরা আল-মুজাদালা, আয়াত: ১১]

এরা হলেন সৃষ্টির মূল ও শ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী। কিন্তু আধিকাংশ মানুষ ইলম ও ঈমানের প্রকৃত নাম ও হাকীকত বুঝতে ভুল করে যে ইলম ও ঈমানের দ্বারা সৌভাগ্য ও উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়। এমনকি প্রত্যেক মানুষ ভাবে যে, তার কাছে যে ইলম ও ঈমান আছে তার দ্বারাই সৌভাগ্য অর্জিত হবে; কিন্তু আসল ব্যাপার এরূপ নয়। বরং অধিকাংশ মানুষেরই নাজাতদানকারী ঈমান নেই, মর্যাদা উচুঁকারী ইলম নেই; বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইলম ও ঈমান নিয়ে এসেছেন এবং যে ইলম ও ঈমানের দিকে আহ্বান করেছেন, তিনি নিজে যে ইলম ও ঈমানের ওপর অটল ছিলেন, তাঁর পরে তাঁর সাহাবীরা যে ইলম ও ঈমানে ওপর ছিলেন এবং তাদের পরবর্তীরা তাদের পদ্ধতি ও পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন তারা সে ইলম ও ঈমানের পথসমূহকে কলুষিত করে ফেলেছে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9737

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন